তিন মালয় আর ব্রায়ন

চৌধুরী মোহাঃ সদর উদ্দিন

অস্ট্রেলিয়ার ওয়াটার ফ্রন্টের বিখ্যাত ইউনিয়ন MUA (Maritime Union of Australia) এর নেতা Brian Manning এর সাথে আমার প্রথম পরিচয়টা ১৯৯৯ সালে। আমি সবে ডারুইন এসেছি সিডনি থেকে তখনই পরিচয়, তবে চাকরির কারণেই আমাদের সম্পর্কের মাঝের অদৃশ্য দেয়ালটা ভাংতে সময় লাগল বেশ কিছু দিন। Brian যদিও MUAর একজন life member এবং নেতা কিন্তু ও ALP করে না, ও ছিল বিলুপ্ত প্রাপ্ত Communist Party of Australia (CPA) এর একজন সদস্য। পরবর্তিতে ২০০১এ Brian এর সাথে আমরা কজন মিলে প্রতিষ্ঠিত করলাম Darwin Port Welfare Commitee (DPWC), www.dpwc.org.au . প্রথমেই বলে নেই আজকের এই লেখা DPWCকে নিয়ে না। লেখার বিষয়টা তিন মালয় Migrant Worker দের নিয়ে। অদ্ভূত এই গল্পটা বেশ কয়েকবার শুনেছি Brian এর মুখে। বয়সের কারণে অবসর প্রাপ্ত Brian কথা একটু বেশী বলে বলেই কিনা জানিনা DPWC এর প্রত্যেক মিটিং এর পর আমি ছাড়া ওর শ্রোতা থাকেনা একজনও। সেই অনেক গল্পের মাঝথেকে নেয়া হয়েছে আজকেরটা, সময় সুযোগ হলে অন্য গুলি বলবো। এই লেখাটা লিখতে আমি সাহায্য নিয়েছি Brian এর মুখে শোনা গল্পের, ওর নিজের একটা লেখার, আর পেপার কাটিং গুলি Brian এর দেয়া। Brian খুব খুশি মনেই এগুলি ব্যবহারের অনুমুতি দিয়েছে আমাকে।

১৯৬১ সালের অগাষ্ট মাসে Brian CPA এর নতুন কিছু সদস্যের সাথে ডারুইনের McMinn Street এর পার্টি অফিসের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিল পার্টিকে পরিচিত করার জন্য সবাইকে অবিচার আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। আর এই অবিচার চিহ্নিত করতে গিয়ে সবার নজর কাড়লো NT News এর প্রথম পাতার খবর "Smiles from GG", "Malayans Case is Back with Downer"। NT News এর সম্পাদক Jim Bowditch বহুদিন East Timor এ অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত Z ফোর্সের সাথে শত্রু সীমার মাঝে কাজ করেছেন। এই সময় বিভিন্ন ভাবে দেয়া এই Malay দের সাহায্যের প্রতিদানের চেষ্টার ফলাফলই হচ্ছে এই হেডলাইন।

Smiles from the G.G.

MALAYANS CASE IS BACK WITH DOWNER

The Governor General Lord de L'Isle has re-

তিন মালয় 'দারুস বিন সারাস' - ১৪ বছর, 'জাফা মাদুন' - ৯ বছর আর 'জয়নাল বিন হাসিম' - ৫ বছর ধরে Jimmy Gonzales এর পার্ল আর কুমিরের চামড়ার ফার্মে কাজ করত। ব্যবসা খারাপ যাচ্ছে বলে তিন জনকেই কাজ হারিয়ে এখন ফিরে যেতে হবে দেশে কিন্তু এত বছর পরে তারা অস্ট্রেলিয়া থেকে যেতে নারাজ। Jim Bowditch এর সাহায্যে পাঠানো লম্বা এক পিটিশনের কারণে গর্ভনর জেনারেল Lord L'isle তখনকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী Senior Alexander Downerকে অনুরোধ করে বসলেন কিছু একটা করার, আর সেই খবরটাই ছাপা হয়েছে NT News এ।

Brian তার সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল ব্যাপারটাকে সাহায্য করার। প্রথম কাজ ঠিক করা হল নতুন করে পিটিশন করার। বিভিন্নভাবে পিটিশন ফর্ম ভর্তি হতে থাকল। রাস্তার মোড়ে, দোকানে, শপিং মলে। এই সময় সরকারি চাকরি করা একজন ইহুদি মহিলা ৩৫ টা ফর্ম এনে দিল Brain এর কাছে। এই মহিলা Dawn Lawrie পরবর্তিতে NT সংসদের Nightcliffe এর নিরপেক্ষ সদস্য ছিলেন বহুদিন। Dawn Lawrie র সাথে এখনও আমার নিয়মিত দেখা হয় Darwin Islamic Centre এর সমস্ত অনুষ্ঠানে। Dawn এর মেয়ে Delia Lawrie আজ NT এর মিনিস্টার।

Brian সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হয়েছিল ডারুইনের সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়াতে। এত বেশী সাড়া পেয়ে

HIDING

Daru Bin Saris and another former ... due for repatriation today have not turn up at Der- ... this afternoon and ... Singapore left

DARWIN, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 1961.

Protest march

Tuesday night's protest marchers swing down Bennett Street, past the Police Station, on their way to Government House.

Police did not interfere with the men, who marched down the middle of the road, stopping traffic in Smith Street and calling on bystanders to join the ranks.

Several hundred men and a number of women and children marched.

The demonstrators sang songs outside Government House while their delegates ...

Deputation

Brianকে গঠন করতে হল 'Anti Deportation Committee", সদস্য নেয়া হল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের থেকে। কমিটিতে ছিল সংসদ সদস্য, হাসপাতালের কেরানি থেকে বক্সার। গঠনের পরপরি কমিটি কাজ শুরু করে দিল জোরেসোরেই। কমিটির ডাকে প্রথম মিটিংয়ে উপস্থিত হল দুই হাজারের উপরে মানুষ। মিটিং এর শেষে পদ শোভাযাত্রা করে সবাই হাজির হল NT Local Administratorএর বাসায়। দাবী, কমিটি সরাসরি কথা বলতে চায় সরকারের সাথে। পুলিশের বাধা থাকার পরও সহ্নুভুতির সাথে Administrator Nott কথা দিলেন কমিটির দাবী পৌছে দেবার।

Jim Bowditch সন্দিহান হলেন কি হয় সেটা নিয়ে। ফলাফলে পরের দিনের NT News এ ছাপিয়ে দিলেন দারুস আর জয়নালের লুকিয়ে যাবার খবর। জাফার পাসপোর্ট না থাকার কারণে ওকে এমনি পাঠাতে পারবে না অতএব বাদ দেয়া হল ওকে পালানোর খবর থেকে। খবরটার প্রতিক্রিয়া হল বেশ ভালই, Immigartion Department থেকে পাঠানো হলো এক জন Asst Secretary কে। তার কাজ ছিল পালানো দুজনকে বের করে তিন জনকে এক সাথে দেশে পাঠানো। ফলাফলে কমিটি মেম্বারদের বাসায় পুলিশের অভিযান হতে থাকল নিয়মিত। অভিযান গুলি বিশেষ করে হত খাবার সময়। পুলিশের কর্মকান্ডের কারণে কমিটি এসময় বেশ আগোছালো হয়ে গেল। এতে সরকারের ধারণা হয়ে গেল দুইজনকে লুকিয়ে থাকতে CPA একমাত্র সাহায্য করছে। সরকার ডারুইনের বৃহত্তর জনগণের White Australia Policy এর বিপক্ষের মনভাব বুঝতে ভুল করল। কমিটি সার্বক্ষনিক ভাবে তিন মালয়ের দেখাশুনা করে যেতে থাকল ভালভাবেই। গোপনীয়তা রাখার জন্য একটা সাব কমিটি দায়িত্বে থাকল দুজনের লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থার। খরচ চালবার জন্য নিয়মিত ফান্ড তোলার চাদা আর বারবিকিউ হতে থাকল।

MISSING MALAYANS

NOTHING TO LOSE SAY HIDEAWAYS

By a "News" reporter

"We've nothing to lose now. We'll just depend on our friends and do what they tell us."

Still hoping

Deport talk

With head in hand senior Immigration official Mr. H. G. Brooks of Canberra listens intently as members of the Darwin Anti-Deportation Committee explain their opposition to Immigration Minister Downer's efforts to deport Malays Daru bin Saris and Zainal bin Hashim.

5th October

এদিকে Asst Secretary তার রিপোর্টে কমিটির বিভিন্ন সদস্য কিভাবে মিশ্র বর্ণের সাথে জড়িত তার বর্ণনা দিয়ে প্রমানের চেস্টা করলেন যে এটা CPA এর কাজ এবং ডারুইনের সাধারণ মানুষ এটা সমর্থন করে না। রিপোর্টে উনি আরও বলে বসেলেন যে CPA কিভাবে তাকে কিডন্যাপের চেস্টা করছে। কিডন্যাপের চেস্টার খবরের সাথে দারুসের দেশে ফেলে আসা বাচ্চাদের খবর আর জয়নালের বাবার চিঠির খবর নিয়মিত ভাবে প্রকাশ পেতে থাকল বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে। উদ্দেশ্য একটাই, জনগণের সমর্থন পাওয়া। এত কিছুর পরও ডারুইনের সাধারণ মানুষের মনভাব দেখে Brian খুব আশ্চর্য হয়ে ছিল । বিভিন্ন জায়গায় Brianকে অনেকেই লুকিয়ে কাগজের টুকরাতে ঠিকানা লিখে দিতে থাকল যাতে Brian চাইলে যেন

ওখানে দুজনকে লুকানো যায়। সরকারের শত চেষ্টার পরও ব্যাপারটা অস্ট্রেলিয়ার অন্য সব এলাকাতেও পেতে থাকল দারুন জনপ্রিয়তা। অবশেষে সরকার কমিটির সাথে মিটিং করতে বাধ্য হল। সরকারের নিশ্চয়তায় ২৬সে সেপ্টেম্বর দারুস আর জয়নাল ফেডারেল পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন করল। কথা ছিল তাদের জেলে নেয়া হবে না এবং সরকার তাদের আইন অনুযায়ী কিভাবে রাখতে পারে সে ব্যবস্থা করবে।

কমিটি সরকারের আসল মনভাব কি সে ব্যাপারে সন্ধিহান হয়ে, দারুস আর জয়নাল কে পরের প্লেনেই

মেলবোর্ন পাঠিয়ে দিল। মেলবোর্নে এর মাঝে গড়ে উঠেছে এক বিশাল সাপোর্ট গ্রুপ। বিখ্যাত ব্যারিস্টার Frank Galballyকে ঠিক করা হল যেন যেকোন Deportation কে চ্যালেঞ্জ করা যায় দ্রুত। এদিকে Senior Alexander Downer পদে পদে ছাত্রদের দ্বারা হতে থাকলেন অপদস্থ। ছাত্ররা মুখে কালো রং মেখে হাজির হতে থাকল তার সব মিটিংয়ে। মেলবোর্নে কয়েক সপ্তাহের পরও যখন সরকার কিছু করলনা তখন ওদের আবার ফিরিয়ে আনা হল ডারুইনে। প্রতিদিন Immigration এ রিপোর্ট করা ছাড়া ওদের তেমন কিছু অসুবিধা হল না। কিছুদিন পরেই সরকারের ভিতর থেকেই গোপনে খবর আসল যে ওদের এরেস্ট করা হবে। ফলাফলে আবার খুব দ্রুততার সাথে লুকিয়ে ফেলা হল ওদের।

এবার লুকাবার খবরটাতে খুব বেশী প্রতিক্রিয়া হল। নিয়মিত সার্চ এর সাথে রোড ব্লকের খবরে কমিটিকে সিদ্ধান্ত নিতে হল ওদের ডারুইনের বাইরে নেবার। জায়গা ঠিক করা হল Darwin আর Kathrin এর মাঝে Adelaide River এর কাছে Jack আর Easther Maeney'র জায়গার। ঝর্নার পাশের এই বিশাল জমিতে মালয়রা ক্যাম্প করে থাকবে। রোড ব্লককে কি ভাবে ফাকি দেয়া যায় সেটা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত হল তিনটা গাড়ির বহরে করে নেয়া হবে মালয়দের। ওরা থাকবে শেষের গাড়িতে, সামনের গাড়ি রোড ব্লক দেখলে ব্রেক লাইট দিয়ে তিনবার সিগ্যনাল দিবে, পরের গাড়ি সেটা রিলে করবে আর শেষের গাড়ি পালাবে। কিন্তু রাত তিনটায় কোন রোড ব্লক ছাড়ায় তিন গাড়ি পৌছে গেল গন্তব্যে। কিছুটা ঝামেলা অবশ্য হল শুধু শেষের গাড়িকে নিয়ে। চাকা ফেটে অল্পের জন্য বেচে গেল মহা বিপদ থেকে। জায়গাটা খুজে পেতে সময় লাগলও বেশকিছুটা। যদিও Jim Bowditch চিনত, তারপর চক্কর খেতে হল বেশ কয়েকবার।

মালয়দের লুকানোর ব্যবস্থা শেষ করে কমিটি এবার মনযোগ দিল White Australia Policyকে আক্রমন করে বিভিন্ন প্রচারনায়। এদিকে পুলিশ তাদের সার্চের পরিমান বাড়িয়ে দিল বহুগুন। বিরক্ত হয়ে Jim Bowditch তার বাসার উপর ট্রেসপাস আর ড্যামেজ আইনের সাহায্য নিতে চেস্টা করলেন। যদিও তার দাবী কোর্টে গ্রহন করা হলনা কিন্তু পুলিশি যন্ত্রণা কমলো অনেকটা। পুলিশ এদিকে নিয়মিত ভাবে পেতে থাকল মন গড়া সব মালয়দের দেখা যাবার খবর। তেমনি এক খবরকে বিশ্বাস করে তারা অনেক সময় নস্ট করল Channel Island কে তন্ন তন্ন করে খুজে। বিখ্যাত কার্টুনিষ্ট Rigby ছাপালেন কার্টুন।

অনেক চেস্টার পরও Immigration এর Mr. Brooks কিছুই করতে না পেরে ডারুইন ত্যাগ করলেন। তার রিপোর্টে উনি ব্যর্থতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করলেন ডারুইনের মানুষের অসহযোগিতা আর তাদের মনোভাব না বুঝাকে। তবে রিপোর্টে উনি চেস্টা করলেন এটা বুঝাতে যে যদিও কমিটিতে সমাজের বিভিন্ন পর্যায় থেকে মানুষ ছিল তবে তাদের সংখা ২০০র মত এবং তারা ডারুইনের সাধারণ মানুষের প্রতিচ্ছবি না। ডারুইনের সাধারণ মানুষ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং কমিটির কাজ তারা পছন্দ করেনি।

পরবর্তি মে দিবস উদ্বযাপনে কি ভাবে মালয়দের ব্যাপারটাকে প্রধান করা যায় তার চিন্তা চলতে থাকল। কিন্তু সারা দেশব্যাপিএই ব্যাপারটার ব্যাপকতা অনুধাবন করে অবশেষে সরকার তিন মালয়কে পাকাপাকি ভাবে অস্ট্রেলিয়াতে থাকার আনুমদন দিলেন। Jim Bowditch এর ভাষায়, এই সিদ্ধান্ত White Australia Policy এর কফিনে একটা বিশাল পেরেক এর মত কাজ করেছিল।

আমি ডারুইনে বাস করছি গত ১০ বছর যাবৎ। Brian এর উপরের গল্পের সাথে কেন জানি ডারুইনের মানুষের এখনও মিল পাই অনেক।

ডারুইন
১৬/০১/২০০৯